Released 31-10-1942

মডার্ন টকিজ-
অশোক
একমাত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ
রূপবাণী বিল্ডিংস : ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রাম : 'রূপবাণী' : ফোন : বি, বি ১১৩

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তত্ত্বাবধানে

রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত

প্রধান যন্ত্রী

নৃপেন পাল এম, এস্ সি।

শব্দ ধারণ

গোবিন্দ পদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ

ধীরেন দে।

শিল্প নির্দ্দেশ

খগেন রায়

ভাস্কর্য্য

শচীন মুখার্জ্জী

সম্পাদনা

শ্যাম দাস

রাসায়নিক প্রক্রিয়া

অবনী রায়।

স্থির চিত্র

ক্ষেত্র দে।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনায় : উমা ভাদুড়ী

অমল দত্ত।

তত্ত্বাবধানে : অভয় চট্টোপাধ্যায়

ক্ষিতীশ ঘোষাল

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণে : মুরারী ঘোষ

রতন দাস।

সম্পাদনায় : সরোজ ঘোষ।

সঙ্গীত পরিচালনা :

কুমার শচীন দেববর্ম্মণ

সহযোগী :

রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রধান ভূমিকায় :

অহীন্দ্র চৌধুরী
ছবি বিশ্বাস
নরেশ মিত্র
ইন্দু মুখার্জ্জী

প্রমোদ গাঙ্গুলী
রবীন মজুমদার
উৎপল সেন
সত্য মুখার্জ্জী
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী মলিনা
পদ্মা দেবী
শ্রীমতী পূর্ণিমা

শ্রীমতী শুক্তিধারা
চিত্রা দেবী
শ্রীমতী কৃষ্ণা
এবং আরো অনেকে।

রচনা ও পরিচালনা :

অজয় ভট্টাচার্য্য

গভীর রাত্রি।

পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ। সিংহদ্বার অবরুদ্ধ।

সম্রাট বিন্দুসার অমিত্রঘাত দেহত্যাগ করেছেন। কিংবদন্তী বলে, শত পুত্র তাঁর। জ্যেষ্ঠ সুষীম, দ্বিতীয় অশোক। পিতার মৃত্যুর পর কুমারদের মধ্যে কলহ বাধে সিংহাসন নিয়ে।

যুবরাজ সুষীম সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। সিংহদ্বার ভেঙ্গে পড়লো ঝন্ ঝন্ শব্দ ক'রে। প্রেতপুরীর মত শূন্য প্রাসাদ। তোরণপথে একা দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ মন্ত্রী রাধাগুপ্ত। পরম শ্রদ্ধাভরে রাধাগুপ্ত অভিবাদন ক'রে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন যুবরাজ সুষীমকে। পিতৃবন্ধু অমাত্য রাধাগুপ্ত। সুষীম একাই গেলেন তাঁর সঙ্গে।

কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে প্রবেশ করলেন ছায়ার মত দু'টি লোক—সুষীম আর রাধাগুপ্ত। নিঃশব্দ অন্ধকার দুঃসহ বিভীষিকার মত থম্‌থমে হ'য়ে আছে। সুষীম নির্ভয়—সঙ্গে রাধাগুপ্ত আছেন।

কক্ষদ্বারে ছায়া পড়লো কার। সুষীম চম্‌কে উঠে বল্লেন, "কে"?

উত্তর এলো, "চণ্ডাশোক।"

বহু পূর্ব্বে প্রাসাদ অধিকার করে সুষীমের অপেক্ষায় ছিলেন দ্বিতীয় কুমার অশোক। মুক্ত কৃপাণ হস্তে অশোককে দেখে সুষীম বুঝতে পারলেন, আজ আর রক্ষা নেই। এ-ও বুঝতে পারলেন রাধাগুপ্ত বিশ্বস্ত নয়—বিশ্বাসঘাতক। অধীর উত্তেজনায় যুবরাজ আক্রমণ করলেন কুমার অশোককে। কিন্তু অশোকের তরবারি রঞ্জিত হলো সুষীমের রক্তে। যুবরাজের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হলো অগ্নিকুণ্ডে।

কদর্য্য কুৎসিৎ চণ্ডাশোক নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন। নাম হলো তাঁর দেবাণাং প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক'।

সেই রাত্রেই অশোকের অগ্র-মহিষী অসন্ধিমিত্রা সুষীম-পত্নী দেবী মহানন্দাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার আয়োজন করলেন। কারণ, অশোক এবার মহানন্দাকে বন্দী বা হত্যা করবেন-ই! অন্তঃসত্ত্বা দেবী মহানন্দা! ভবিষ্যৎ সন্তান অশোকের অনিষ্টের কারণ হতে পারে।

মহানন্দা রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। রাজবধূ আজ পথের ভিখারিণী। পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে আছে মহাভিক্ষু পণ্ডিত সমুদ্রের বৌদ্ধ-বিহার! পবিত্র বুদ্ধ নামে মুখরিত শান্তি-নিকেতন। মহানন্দা যাবেন সেখানে। কিন্তু যেতে পারলেন না। দিব্যকান্তি সন্তান প্রসব ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি এক চণ্ডাল-গৃহে। শ্রমণেরা সংবাদ পেয়ে নবজাত শিশুকে নিয়ে গেলেন বৌদ্ধ-বিহারে। নাম রাখলেন নিগ্রোধ, কারণ অশ্বত্থতলে জন্ম তার।

অশোক গুপ্তচরের মুখে সমস্ত সংবাদ-ই পেলেন। কিন্তু নিগ্রোধ এখন রাজশক্তির অধিকারের বাইরে। কাজেই সম্রাটকে নিরস্ত হ'তে হ'লো সেখানে।

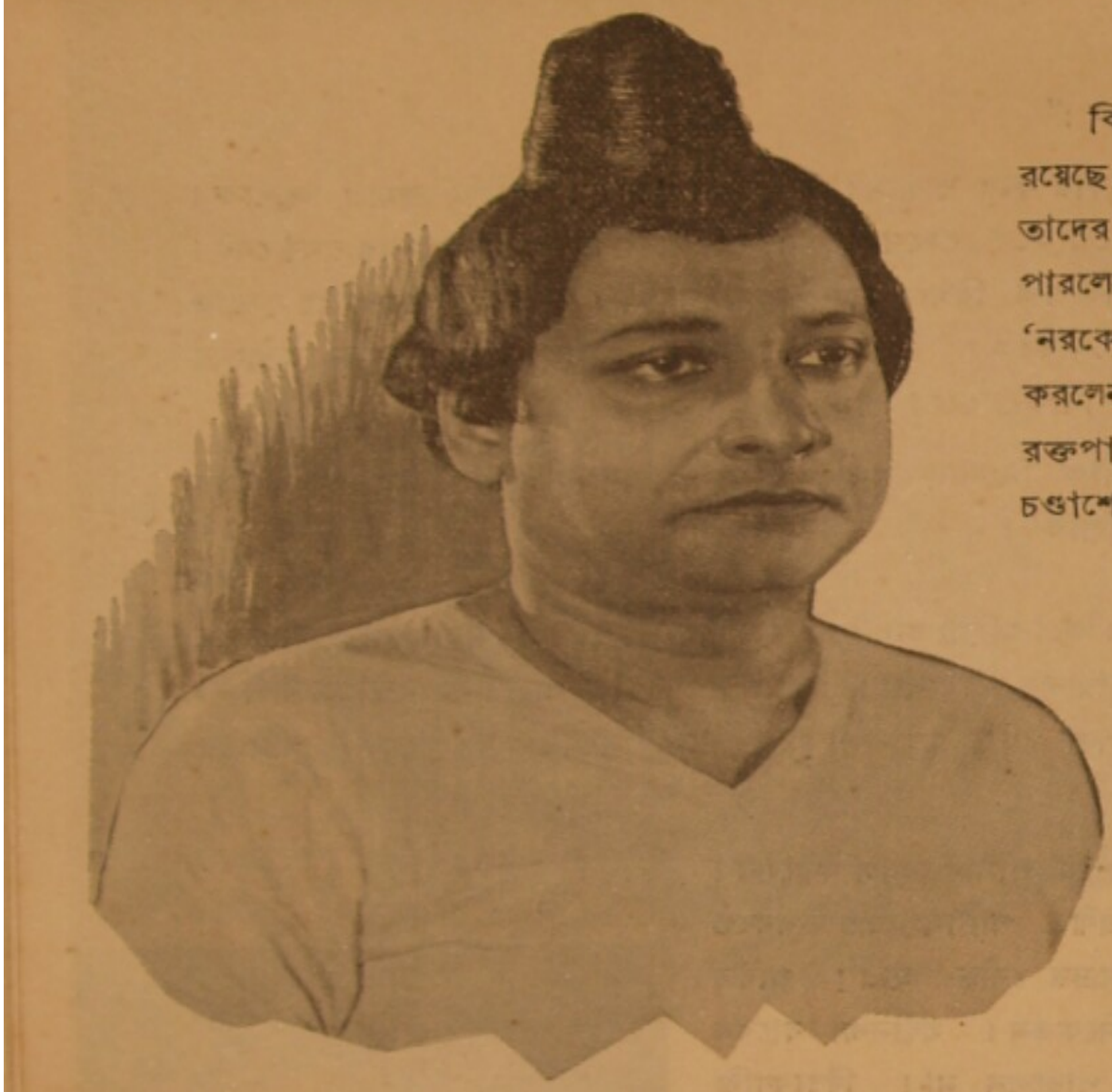

কিন্তু আর একটি আশঙ্কা রয়েছে। অষ্টনবতি ভ্রাতা। অশোক তাদের বন্দী ক'রেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। বিচিত্র বধাগার 'নরকে' নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করলেন অষ্টনবতি ভ্রাতাকে। বহু রক্তপাতে সার্থক হলো তাঁর চণ্ডাশোক নাম।

এভাবে সিংহাসন নিষ্কণ্টক ক'রে অশোক মনোনিবেশ করলেন দিগ্বিজয়ে। গান্ধার থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অবধি জয়-রথচক্র তাঁর নির্ম্মম নির্ঘোষে ঘুরে বেড়ালো। শক্তি তাঁর বিশ্বের বিস্ময় হ'য়ে রইলো। দ্বাদশ বৎসর অতীত হলো।

এবার রাধাগুপ্ত সম্রাটকে মন্ত্রণা দিলেন, নিগ্রোধ সম্বন্ধে উদাসীন থাক্‌লে আর চলবে না। দ্বাদশ বৎসরের বালক। রাজপুত্র—সন্ন্যাসী। তার পক্ষ নিয়ে প্রজারা যে কোন মুহূর্ত্তে বিদ্রোহ করতে পারে। কাজেই তাকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। এ যুক্তি অকাট্য। অশোক মৌন সম্মতি দিলেন।

কিন্তু বিভ্রাট হলো একটু। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র মহেন্দ্র শুনতে পেলেন এ চক্রান্তের কথা। প্রজা বিদ্রোহের আয়োজন করে বন্দী হলেন তিনি।

এবার রাধাগুপ্ত গুপ্তঘাতক প্রেরণ করলেন নিগ্রোধকে হত্যা করতে। কিন্তু নিগ্রোধ রক্ষা পেলো বিচিত্র উপায়ে। কিন্তু সম্রাটকে জানান হলো নিগ্রোধ নিহত হয়েছে।

সম্রাট প্রথমে স্তম্ভিত পরে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যুবরাজ বলে কাউকে ঘোষণা করতেই হবে আজ। কাজেই অশোক গেল কারাগারে। বন্দী মহেন্দ্রকে বল্লেন,—"তুমি যুবরাজ।"

উত্তর হলো—"আমি শ্রমণ।"

—"সিংহাসন তোমার।"

—"বুদ্ধ নাম আমার।"

—"রাজধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম।"

মহেন্দ্র বল্লেন—"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।"

হিংসার পূজারী চণ্ডাশোক ক্রুদ্ধ হলেন। নির্ব্বাসিত করলেন মহেন্দ্রকে শ্রাবন্তী নগরে। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করলেন পুত্রকে বধ করতে। পিতা হয়ে পুত্র হত্যা!

কিন্তু মহেন্দ্র রক্ষা পেলেন। এ শ্রাবন্তী নগরে মহেন্দ্র দেখা পেলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের। বৌদ্ধধর্ম্মগুরু মথুরা থেকে এসেছেন শ্রাবন্তী, যাবেন পাটলিপুত্রে, সম্রাট অশোককে তাঁর প্রয়োজন।

এদিকে অশোক সংবাদ পেলেন মহেন্দ্র নিহত হয়েছেন! তাই যুবরাজ করবার জন্যে দ্বিতীয় পুত্র কুণালকে ডেকে পাঠালেন। কুণাল সংবাদ পেয়ে উজ্জয়িণী থেকে পাটলি-পুত্রে এলেন। পথে এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো সুন্দরী তিষ্য - - রক্ষিতার। - - (অশোক যখন উপরাজ ছিলেন তক্ষশিলায় এই তিষ্যরক্ষিতা ছিলেন তাঁর প্রণয়িণী), তিনিও যাবেন - - প্রাসাদে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে।

কুণাল নিজের রথে তাঁকে তুলে নিলেন। অশোক বিস্মিত হলেন এতদিন পরে তিষ্যরক্ষিতাকে দেখে। তক্ষশিলার সুন্দরী! মুহূর্তের বিহ্বলতায় সম্রাট প্রধানা মহিষী করলেন এই লাস্যময়ী নারীকে।

কুণালের অভিষেকের দিন! কুণালকে নিয়ে সম্রাট সসম্মারোহে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। জন-নায়ক মহামেত্তা জানালেন, কুণাল যুবরাজ হতে পারেন না। কেন? সম্রাট শুনলেন সুষীম-পুত্র নিগ্রোধ জীবিত! সিংহাসনে তাঁরই অধিকার।

এমন সময় নিগ্রোধকে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন উপগুপ্ত! চণ্ডাশোক আর দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী! প্রথম সাক্ষাৎ!

সভা ভেঙ্গে গেল! অশোকের মনে রয়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তি। অহিংসার জীবন্ত বিগ্রহ!

দিন যায় ক্রমেই অশোক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। তিষ্যরক্ষিতা দেখলেন সম্রাটের মন প্রাসাদে নেই, এমন কি তাঁর দিকে-ও নেই। কাজেই তিষ্যরক্ষিতা দৃষ্টি দিলেন কুণালের দিকে। তরুণ কিশোর কুণাল! কিন্তু একদিন ময়ূর-শিকারে গিয়ে জানতে পারলেন—কুণাল ভালবাসে লিচ্ছবী জাতীয় এক মেয়েকে। কাঞ্চনমালা তার নাম। ঝর্ণার মত লীলা-চঞ্চল। কুণালের বাগদত্তা বধূ। তিষ্যরক্ষিতা বুঝলেন কাঞ্চনমালা জীবিত থাকলে কুণালকে পাওয়া অসম্ভব। তাকে মারবার আয়োজন-ও করলেন অনেক। কিন্তু নিষ্পাপ কাঞ্চনমালা। তার মৃত্যু কই?

অশোক কিন্তু এসমস্ত ঘটনার বাষ্প-ও জানেন না। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তাঁর মন ছেয়ে আছে। সবাই জানলো সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিষ্যরক্ষিতা এ সুযোগে কুণালকে অধিকার করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগলেন। নিজেই প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কুণাল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। নাগিনী তিষ্যরক্ষিতা প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এমন সময় রাধাগুপ্ত এক পত্র পেলেন—তক্ষশিলায় বিদ্রোহ। কিন্তু সম্রাট অসুস্থ। কে যাবেন? তিষ্যরক্ষিতা বল্লেন, তক্ষশিলায় যাবেন যুবরাজ কুণাল।

কুণাল যাত্রা করলেন। গিয়ে শুনলেন বিদ্রোহের সংবাদ মিথ্যা। আর দেখলেন সম্রাটের হস্তাক্ষরে এক পত্র এসেছে। কুণালের চক্ষু উৎপাটন করতে হবে। অভিমানী রাজপুত্র স্বহস্তে রাজাদেশ পালন করলেন।

অশোক কিন্তু এদিকে ভাবছেন অনেক, দিন হয়ে গেল, কুণাল আসে না। কেন, কে জানে! এমন সময় সিংহদ্বারে শুনতে পেলেন গান। এক অন্ধ ভিখারী! সঙ্গে তার এক ভিখারিণী। সম্রাট পরিচয় পেলেন, এই তো কুণাল ও কাঞ্চনমালা। সব শুনে বুঝতে পারলেন তক্ষশিলার বিদ্রোহ থেকে কুণালের অন্ধত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই তিষ্যরক্ষিতার পাপ-কীর্ত্তি। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সম্রাট প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন তিষ্যরক্ষিতা আত্মহত্যা করেছেন।

আজ অশোকের মত হতভাগ্য আর কেউ নেই! নিঃসম্বল, একা। মনে পড়লো তার উপগুপ্তের কথা। তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি। সম্রাট একাকী গেলেন বৌদ্ধবিহারে। কিন্তু শূন্য বিহার। এক উথাদের মুখে শুনলেন সবাই চলে গেছেন বৌদ্ধধর্ম্মক্ষেত্র কলিঙ্গে।

এদিকে রাধাগুপ্ত-ও ব'সে নেই। সম্রাটের এই বৌদ্ধপ্রীতি তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে উঠ্‌লো। অশোককে আবার দেশ জয়ের প্রমত্ত নেশায় মাতিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন তিনি। একেই অশোকের দৃষ্টি ছিল কলিঙ্গের প্রতি, তার উপর রাধাগুপ্তের মন্ত্রণা। চণ্ডাশোক ধ্বংস করলেন কলিঙ্গ। কিন্তু এইখানেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কলা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন.....

সন্ন্যাসী উপগুপ্তের দীক্ষায় চণ্ডাশোক হলেন ধর্ম্মাশোক। পুত্র মহেন্দ্র আর কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠালেন তাম্রপর্ণী (সিংহল) দ্বীপে বুদ্ধবাণী প্রচার করতে।

অতীতের অশোক! কিন্তু হয়ে রইলেন চিরদিনের চিরকালের।

গান

(এক)

তিষ্যরক্ষিতা—(আমি) নই গো তোমার, নই কাহারো
আমার নাই কোন দেশ
কাঞ্চি কিবা উজ্জয়িনী।
(আমি) পথ-হারানো পথের মানুষ
দেশ ছাড়া এক বিদেশিনী।

কুণাল— আমি ভ্রমর যার লাগি' রে
সে ফুল আমি নাই বা চিনি
ফোটে জানি ধূলার বুকে,
কি ছার কাঞ্চি উজ্জয়িনী।

তিষ্যরক্ষিতা—এ কুল ডাকে আয়রে আয়
ও কুল আমায় এখনো চায়
(আমি) দু'কুল ছেড়ে কুল-হারাগো
কেবল চলি নির্ঝরিণী।

কুণাল— আমার পথে নয়ন মেলে
যে আছে রে প্রদীপ জেলে
প্রবাল পুরীর রাজকন্যা
নয় সে আমার গরবিনী
কি ছার কাঞ্চি উজ্জয়িনী।

(দুই)

অসন্ধিমিত্রা— প্রভু   অনল-দহন যেথা

তুমি   শান্তি-সাগর সেথা

কত   মৃত্যুর মহাভয়

তুমি   অমৃত জ্যোতির্ম্ময়

তব   চরণ-পরশ লভি'

মালা হয় যত ব্যথা।

সঙ্ঘমিত্রা— প্রভু   হিংসা-রুধির মাঝে

তুমি   চারুপ্রেম-শতদল

প্রভু   তোমার নয়নে ঝরে

কত   বিশ্বের আঁখি জল !

কুণাল— তুমি   আপনারে দিলে দান

প্রভু   তুমি যে প্রাণের প্রাণ

নিয়ে   ধরণীর হলাহল

দিলে   হৃদয়ের সুধা হেথা।

(তিন)

তিস্যরক্ষিতা—

মানবো না হার মানবো না
জয় ক'রে আজ লবো মালা
হাত পেতে দান আনবো না।
দীপের মত জ্ব'লে জ্ব'লে
আনবে তারে হৃদয়-তলে
অভিমানের কান্না দিয়ে
আমার পানে টানবো না।—
মানবো না হার মানবো না।

(চার)

নিগ্রোধ—

মাণিক-রতন চাইনে প্রভু
আমি যে তার কাঙাল নই।
রাজার সাজে সাজাও যারে
রাজা তারে করলে কই ?
যারে দিলে সুখের ডালা
তার দেখি আজ কাঁদার পালা
রথের মানুষ নামে পথে
এ খেলা কা'র তোমা' বই ?
ঘর-ছাড়া হায় করলে যারে
বিশ্বভুবন দিলে তারে
সব-হারাবার আশা নিয়ে
সব ল'য়ে যে আমি রই।

(পাঁচ)

কুণাল—

আজিও রজনী হলো না যে গীতিময়।
দূরে দূরে কা'র চরণ বাজিল
পবন মাতিল
হৃদয়-দুয়ারে সে নাহি আসিল
মিলনের মাঝে ছিল বুঝি লেখা
আজিকার পরাজয়।

আপনারে ধূপ বৃথা-ই দহিল
কিছু না রহিল
ফুলমালা মিছে গন্ধ বহিল
রাতের অশ্রু মুছে নিল হায়
দিবসের পরিচয়।

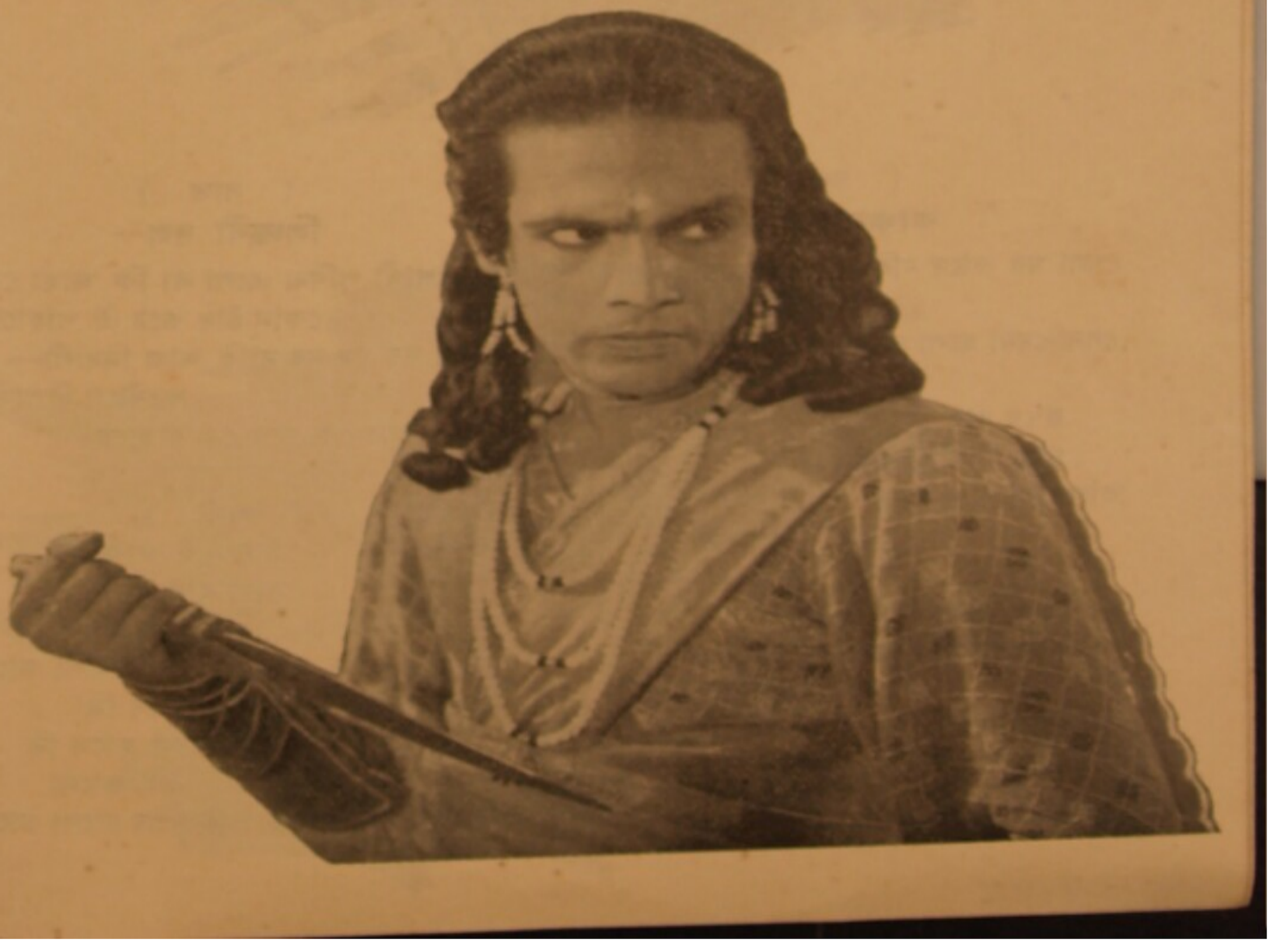

(ছয়)

কাঞ্চনমালা—

খেলা ঘর ভাঙ্গে যদি— বেশ তো
চল্ রে।
লেনা-দেনা হলো তবে শেষ তো।
বেশ তো—চল্ রে।

ঝ'রে যাক্ ফুল কুঁড়ি
থাক্ পাথরের নুড়ি
ভালবাসা বাঁধে বাসা
এ নয় সে দেশ তো
বেশ তো—চল্ রে।

দেখে তোর দু'টি আঁখি
ওরা যদি বলে ডাকি'
জল কেন ?
চোখে জল বল্ কেন।
বলবি রে স্বপ্নের কিছু থাকে রেশ তো
বেশ তো—চল্ রে।

(সাত)

লিচ্ছবী দল—

বৈশাখী পূর্ণিমা এলো না কি আহা রে,
কোন্ চাঁদ ওঠে ঐ পাহাড়ে।
ঘুম নয় ঘুম নয় নাহি আজ নিদালী—
শতদীপে দীপালী।
দূরে কে ঘরে নে তাহারে।

(আট)

কাঞ্চন— চাঁদ নাই আকাশে,
মায়া নাই বাতাসে ;
এই ভালো
তোমার নয়নে আজ শত চাঁদ জ্বালো জ্বালো।
কুণাল— ফাল্গুন আসে নি
আজো ফুল হাসে নি
এই ভালো
মনের সুরভি আছে তাই প্রিয় ঢালো ঢালো।

কাঞ্চন— নগরের দেয়ালী
শুধু মিছে হেঁয়ালী
কাজ নাই।

কুণাল— আঁধারের পৃথিবী
বলে ওরে কি নিবি
দিব তাই
এই ভালো
আলোতে ছিল যে দূর এলো কাছে হয়ে কালো।

(নয়)

অন্ধকুণাল ও কাঞ্চন—

কোন্ বা দেশের রাজার কুমার
দিন-ভিখারী হয় ?
সকল জনের নয়নমণি
অন্ধ হয়ে রয় !

সোণার পালঙ ছিল যাহার
পথের ধূলি অঙ্গে তাহার
সইতো না যে ফুলের আঘাত
কাঁটার ব্যথা সয় !
কোন্ বা দেশের সুয়োরাণী রাজার হলো প্রাণ
বিনা দোষে দুয়োরাণীর বুকে হানে বাণ ।
কোথায় সে কোন্ কুঁড়ে ঘরে
দুয়ো রাণী কেঁদে মরে'
নয়ন-হারা ছেলে তারে
খোঁজে জগৎময় ।

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
কর্ত্তৃক প্রোগ্রাম পুস্তিকাখানির
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী
এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড ১৮নং
বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত - - -

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.